প্রথম আলো

তারিখ ... 11 APR 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ২ ...

ধামরাই বালিকা উচ্চবিদ্যালয়

এত কিছুর পরও স্বপদে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার ●

ঢাকার ধামরাই বালিকা উচ্চবিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক উম্মে হাবিবার বিরুদ্ধে নীতিমালাবহির্ভূতভাবে চাকরি ও বেতন-ভাতা গ্রহণের অভিযোগের সত্যতা পেয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর। তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের আট মাস পেরিয়ে গেলেও তাঁর বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা, এমনকি বেতন-ভাতা হিসেবে নেওয়া প্রায় ১৫ লাখ টাকা আদায়ের কোনো উদ্যোগ নেয়নি মন্ত্রণালয়। ওই শিক্ষক এখনো বেতন-ভাতা উত্তোলন করে চলেছেন।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক মো. সাজ্জাদ হোসেন ও নিরীক্ষা কর্মকর্তা মো. ফরিদ হোসেন গত বছরের ২২ এপ্রিল বিদ্যালয় পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে ওই বছরের জুলাইয়ে মন্ত্রণালয়ে তাঁদের প্রতিবেদন জমা দেন।

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, উম্মে হাবিবা বেগম ১৯৯৬ সালের ১ জুন কারিগরি শাখার ড্রেস মেকিং ইনস্ট্রাক্টর হিসেবে যোগ দেন। অথচ তাঁর ওই পদে যোগদানের যোগ্যতাই ছিল না। কারণ, নীতিমালা অনুযায়ী ওই পদের জন্য ডিপ্লোমা-ইন-ইঞ্জিনিয়ারিং বা ডিপ্লোমা-ইন-ভকেশনাল এডুকেশন অথবা সমমানের যোগ্যতা প্রয়োজন। কিন্তু উম্মে হাবিবা ওই বিদ্যালয়ের কমিউনিটি স্কুল প্রকল্প থেকে ১৯৮৪ সালে সেলাই ও পোশাক তৈরির ওপর প্রশিক্ষণ নেন। ১৯৯৭ সাল থেকে তিনি সরকারি বেতন-ভাতা গ্রহণ করে আসছেন। এভাবে গত বছরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত তিনি ১৪ লাখ ৮৫ হাজার ২১৯ টাকা বেতন-ভাতা গ্রহণ করেন। কমিটি এই টাকা সরকারি কোষাগারে ফেরত দেওয়ার সুপারিশ করে। এরপরও উম্মে হাবিবা ওই পদে থেকে কোনো সরকারি অর্থ গ্রহণ করলে সেই অর্থও ফেরত দেওয়ার কথা বলা হয় প্রতিবেদনে।

তদন্ত প্রতিবেদনে আরও বলা হয়েছে, উম্মে হাবিবার বড় বোন খোদেজা রহমান ১৯৭০ সালে প্রধান শিক্ষক হিসেবে বিদ্যালয়ে যোগ দেন। ২০০৭ সালে তাঁর বয়স ৬০ বছর পূর্ণ হওয়ার পরও তিনি পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্তে অতিরিক্ত আরও সাত বছর ওই পদে থাকেন। এরপর তৎকালীন উপজেলা নির্বাহী ও মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার হস্তক্ষেপের কারণে ২০১৪ সালে তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এরপর নীতিমালা অনুযায়ী সহকারী প্রধান শিক্ষক না থাকলে কোনো জ্যেষ্ঠ শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব দেওয়ার কথা। বিদ্যালয়টিতে সহকারী প্রধান শিক্ষক না থাকায় তাঁর পরিবর্তে জ্যেষ্ঠ শিক্ষককে দায়িত্ব না দিয়ে উম্মে হাবিবাকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক করা হয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (নিরীক্ষা ও উন্নয়ন) মো. আবদুল্লাহ আল হাসান চৌধুরী গতকাল *প্রথম আলোকে* বলেন, তদন্ত প্রতিবেদনের আলোকে ব্যবস্থা গ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন।

জানতে চাইলে উম্মে হাবিবা বলেন, 'যোগ্যতা থাকার কারণেই আমার চাকরি হয়েছে। আর নীতিমালা মেনে চাকরি হওয়ায় ওই তদন্তের পরেও আমাকে বেতন-ভাতা দেওয়া হচ্ছে।' তদন্তের বিষয়ে তিনি বলেন, বিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষকের প্ররোচনায় মোটা অঙ্কের অর্থের বিনিময়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের তদন্তে তাঁর বিরুদ্ধে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করা হয়েছে। পরে তদন্ত-সংশ্লিষ্টরা তাঁর কাছে এ জন্য দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

যোগাযোগ করা হলে পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তরের তৎকালীন সহকারী শিক্ষা পরিদর্শক মো. সাজ্জাদ হোসেন বলেন, প্রয়োজনীয় নথিপত্রের ভিত্তিতেই সঠিক প্রতিবেদন দেওয়া হয়েছে। কোনো স্বজনপ্রীতি বা আর্থিক সুবিধার বিনিময়ে প্রতিবেদনে মিথ্যা তথ্য উপস্থাপন করা হয়নি।